দৈনিক [illegible]

শিক্ষা শুধু মেধার গুণেই হয় না

০৩ MAY 198[illegible]
পৃষ্ঠা 3 কলাম 6

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

নজরুল ইসলাম নঈম

শিক্ষা শুধু উন্নতির বাহন নয়। ব্যক্তি চিন্তাধারা পরিশীলিতকরণে ও মুক্তবুদ্ধির বিকাশ সাধনে, সর্বোপরি জীবনের মান উন্নয়ন ও সংরক্ষণে শিক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু শিক্ষা শুধু মেধার গুণেই হয় না। শিক্ষা কি শুধু বুদ্ধি-নির্ভর? না অন্য কিছু যোগসূত্র জড়িয়ে আছে এর পেছনে? শিক্ষার স্রোত বইছে বিরামহীন। কেউ এগোচ্ছে, কেউ পিছিয়ে পড়ছে।

মানুষ যখন থেকে সভ্যতার দ্বারে পৌঁছায় তখন থেকে বিরামহীন স্রোতের ন্যায় শিক্ষার দিকে এগুচ্ছে। কেউ চলমান স্রোতে এগিয়ে যায়। আবার কেউ গুটি গুটি পায়ে শিক্ষার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠে। সফলতার ছাড়পত্র পেয়ে দখল করে নেয় নিজের আসন। অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলে কেউ কেউ স্কুলের চার দেয়াল পার না হতে পেরে।

কেউবা শিক্ষার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে তর তর করে। দক্ষতার গুণে যোগ্য আসন দখল করে নিচ্ছে নিজ গুণে, কেউ আবার স্কুলের গন্ডি পেরুতেই পারে না। শিক্ষা শুধু মেধাসর্বস্ব নয়। লেখা-পড়া করে যে গাড়ী-ঘোড়ায় চড়ে সে— প্রবাদটি নিঃসন্দেহে প্রাচীন। কিন্তু বাস্তবে দেখি তেমন লেখা-পড়া না করেও অনেকে গাড়ী-ঘোড়ার মালিক হচ্ছে। বেশী দূর লেখা-পড়া না করেও গাড়ী চড়া এমন কোন শক্ত ব্যাপার নয় আজকাল। তবুও স্বীকার করতেই হবে জীবন-জীবিকার মুক্ত বাতায়নে শিক্ষা গ্রহণ করা একান্ত অপরিহার্য। শিক্ষা উন্নতির প্রধান বাহন। শুধু উন্নতি নয়, ব্যক্তির চিন্তাধারা পরিশীলিতকরণে ও মুক্তবুদ্ধির বিকাশ সাধনে, সর্বোপরি জীবনের মান উন্নয়ন ও সংরক্ষণে শিক্ষার প্রয়োজন। জীবনের প্রথম পর্যায়ে সকল শিশুকে শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে বা মাদ্রাসায় পাঠানো হয়।

একজন শিক্ষকের সাথে আলাপ করে জানা যায়, তিনি দীর্ঘ ৩৪ বৎসর শিক্ষকতা করে অনেক ছাত্র দেখেছেন— যাদের অনেকে মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। কিন্তু আবার সাধারণ মেধার অনেক ছাত্র এগিয়ে গেছে তর তর করে। ঝর্ণার স্বতঃস্ফূর্ত স্রোতের মতো হালকা চালে। আমরা জানি শিক্ষার প্রতিবন্ধক শুধু মেধাই নয়, পরিবারে অশান্তি, সামাজিক পরিবেশ, আর্থিক অসচ্ছলতাও শিক্ষার জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

কিছু উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে মেধার গুণেই শিক্ষা হয় না। যেমন তরকারি বিক্রেতা বশির মিয়ার পুত্র সুমন। বশির মিয়া ছেলেকে মানুষ করার চিন্তায় সর্বক্ষণ ব্যাকুল থাকে। ছেলেকে লেখা-পড়া শিখিয়ে মানুষ করতে হবে। এক সময় ছেলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ শিক্ষা নেয়। ভাগ্যগুণে ব্যাংকের অফিসার হয়। বিয়ে করেছে একটি ভালো পরিবারে। অথচ সে তেমন মেধাবী ছাত্র ছিল না। পরিবেশ সুমনকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। অভাব প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

কিন্তু ভীষণ বড় লোকের ছেলে সেলিম। সব সময় নামী-দামী শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়তো। সে তেমন একটা লেখা-পড়া করতে পারেনি। সেলিমের বুদ্ধি মন্দ নয়। কিন্তু অনুশীলনের অভাব এবং শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা না থাকায় শেষ পর্যন্ত মাধ্যমিক পাস আর হলো না।

এমনি আরেকটি কাহিনী হচ্ছে, ঢাকার একটি অফিসে একজন কেরানী কাজ করতো, তার একমাত্র পুত্র সন্তানের নাম জলিল। ভদ্রলোকের চাকরি ছাড়া অন্যকোন আয়ের উপায় ছিল না। কিন্তু জলিলের বাবার স্বপ্ন তিনি তার একমাত্র পুত্রকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করবেন। সকাল-সন্ধ্যা ছেলে যখন পড়াশোনা করতো, জলিলের বাবা চুপ করে বসে তা লক্ষ্য করতেন। মাঝে মাঝে লেখা-পড়া সম্পর্কে কথা-বার্তা বলতেন। ছেলের আচার-আচরণে তিনি বুঝতেন ছেলে ঠিক মতো পড়তো কি-না। কখনো স্কুলের শিক্ষকদের কাছে খোঁজ-খবর দিতেন এবং নিতেন।

ভদ্রলোকের অফিস আর ছেলের স্কুল পাশাপাশি। ছেলেকে সাথে করে যাতায়াত করতেন। পথে ছেলেকে বুঝাতেন, তিনি কত কষ্ট করে তাকে লেখা-পড়া করাচ্ছেন, জলিল যেন বড় হয়ে তার অফিসের বড় সাহেবের মতো হতে পারে। শুধু উপদেশ দিয়ে তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না, গোপনে নজর রাখতেন ছেলের প্রতি আবার কখনও বিদ্যালয়ের শ্রেণী শিক্ষককে গিয়ে বলতেন 'আমি জলিলের বাবা। ছেলেটার প্রতি একটু লক্ষ্য রাখবেন। ভয় হয় কখন আজেবাজে ছেলেদের সাথে বন্ধুত্ব করে ফেলে।

শিক্ষকের আশ্বাসে তিনি ফিরে আসেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর আশংকা অমূলক ছিল না। জলিল মাঝে মাঝে টিফিনের পর ক্লাসে অনুপস্থিত থাকতো। এই অবস্থায় শিক্ষক একদিন অফিসে ডেকে এনে জলিলকে তিরস্কার করে বললেন, তোমার বাবা এত কষ্ট করে তোমাকে লেখাপড়া শিখাচ্ছেন আর তুমি কি-না খারাপ ছেলেদের সাথে মিশে লেখাপড়ায় ফাঁকি দিচ্ছ? এই ফাঁকি তুমি কিন্তু নিজেকে দিচ্ছ।

শিক্ষকের কথায় জলিল তার ভুল বুঝতে পারল। এরপর থেকে কোন দিন সে লেখাপড়ায় অবহেলা করেনি। সাধারণ মেধার ছেলে, শুধু কঠিন পরিশ্রম, অধ্যবসায় আর অনুশীলনের ফলে একে একে সে পড়ালেখার প্রথম ধাপগুলো পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত অনার্সসহ এমকম পাস করে একটি সরকারী ব্যাংকে অফিসার পদে যোগ দেয়। এখন আর তাদের সংসারে অভাব-অনটন নেই। তারা শান্তিতে দিন কাটাচ্ছে।

সুতরাং একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পিতা আর শিক্ষকের অনুপ্রেরণায় জলিলকে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। অভাব এবং মেধা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

এরকম ভুরি ভুরি উদাহরণ দেখা যায়, সমাজে বহু প্রতিভাবান অকালে মরে যায় অসচ্ছলতা, লেখা-পড়ার অনুকূল পরিবেশ, পরিবারে অশান্তি এবং পিতা-মাতার উদাসীনতা ও অজ্ঞতার কারণে। মেধা থেকেও অনেকে আবার মেধাবী নামে খ্যাত হতে পারে না। অনেক সময় মেধাহীন ছেলে-মেয়েও বিখ্যাত হয়ে ওঠে। অক্লান্ত পরিশ্রম, অধ্যবসায়, শিক্ষার প্রতি আগ্রহ আর শ্রদ্ধাই জীবনে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে।

মূল কথা হচ্ছে, প্রতি কাজের পেছনে উৎসাহ, আদর্শ-নিষ্ঠা না থাকলে মানুষ কখনো আপন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারে না। কথায় আছে প্রতিভা যা স্পর্শ করে তাই সজীব হয়ে উঠে। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।